330617 - হাদিসের টেক্সট রঙ করার মাধ্যমে শিশুদেরকে শিক্ষাদানের হুকুম

প্রশ্ন

মসজিদে কুরআন শিক্ষার হালকাগুলোতে (আসরগুলোতে) আমরা বাচ্চাদের জন্য কিছু হাদিস ব্যাখ্যা করি; যেমন- "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শেখে ও অন্যকে শেখায়" ও অন্য কিছু হাদিস। আমরা হাদিসের টেক্সট প্রিন্ট করি। এরপর বাচ্চাদেরকে রঙ করতে বলি। এটা কি জায়েয? নাকি এতে করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের অসম্মান হয়?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

প্রশ্নে যে পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের কাছে এতে কোনো অসুবিধা প্রতীয়মান হয় না।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

মুসলিমের ওপর ফরজ হচ্ছে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে ও দ্বীনের নিদর্শনগুলোকে সম্মান করা। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: "এটাই *(করণীয়)*। আর যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের সম্মান করবে, নিঃসন্দেহে সেটা হবে *(তাদের)* অন্তরের তাকওয়ার পরিচায়ক।"[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৩২]

এই সম্মানের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান করা ও তাঁর সুন্নাহকে সম্মান করাও অন্তর্ভুক্ত।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

"যে ব্যক্তি উপাসনায় আল্লাহ্‌র এককত্বে বিশ্বাস করে এবং তাঁর বান্দা ও রাসূলের রিসালাতে বিশ্বাস করে; এরপর এই বিশ্বাসের অনুবর্তী হিসেবে যা আবশ্যকীয় তথা সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করে না; যা অন্তরে থাকলেও এর প্রভাব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর ফুটে ওঠে; বরং কথা বা কাজের মাধ্যমে অবজ্ঞা, নির্বোধ জ্ঞানকরণ ও তাচ্ছিল্য ফুটে ওঠে: এমন বিশ্বাস থাকা না-থাকার মতোই। বরং এটি তার সেই বিশ্বাস নষ্ট হওয়াকে আবশ্যককারী এবং এ বিশ্বাসের যে উপকার ও কল্যাণ সেটাকে দূরকারী। কেননা ঈমানী বিশ্বাসগুলো অন্তরগুলোকে পরিশুদ্ধ ও সংশোধন করে। যখন এ বিশ্বাসগুলো আত্মার পরিশুদ্ধি এবং সংশোধনকে আবশ্যক করে না তখন বুঝতে হবে যে, এটি অন্তরে স্থান করে নিতে পারেনি।"[আস-সারেম আল-মাসলুল (৩/৭০০)]

আমাদরে কাছে যা অগ্রগণ্য প্রতীয়মান হয় সটো হল: হাদসি রাসূল বাচ্চাদরে জন্য ব্যাখ্যা করা, সটোকে প্রন্টি করা এবং বাচ্চাদরেকে মুখস্ত করতে ও রঙ করতে দয়ো— এটি সুন্নাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে নাকচ করে না। কারণ উদ্দশ্যে হচ্ছে বাচ্চাদরেকে হাদসি মুখস্ত করানো। এ উদ্দশ্যেকে বাচ্চাদরে নকিট পছন্দনীয় এক প্রকাররে বধৈ বনিোদনরে মাধ্যমে সহজীকরণ করা হয়ছে। আর সটো হচ্ছে রঙ করা ও আঁকাআঁকি করা কংিবা এ জাতীয় অন্য কোন শক্ষিা-মাধ্যম যা শরয়িতসদ্ধি মহান উদ্দশ্যে বাস্তবায়নে সহায়ক।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে প্রশ্নে যে পদ্ধতরি কথা উল্লখে করা হয়ছে আমাদরে কাছে এতে কোন অসুবধিা প্রতীয়মান হয় না।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।